সভ্যতার কাছে এক যুবকের খোলা চিঠি

দীনেশ মুদি

[সম্পাদকের পক্ষে

লেখাটির শিরোনাম আমাদেরই দেওয়া। লেখাটি চিঠি, নাকি প্রবন্ধ, বা আদৌ-ছাপার মতো কোন লেখা কিনা, সে বিতর্কের ভার আমরা ভাষা তাত্ত্বিকদের দিলাম। কারণ লেখকের মাতৃভাষায় এ লেখা নয়। লেখক পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার, গোকুলপুর এর 'কোরা'-সম্প্রদায়ের এক যুবক। উচ্চমাধ্যমিকের পর আই.টি.আই-এর ট্রেনিং সেরে টাটা মেটালিক্স-এর শ্রমিক। এখন একই সাথে ইতিহাস নিয়ে মুক্তবিশ্ববিদ্যালয় থেকে পড়াশুনা করছেন। অন্যের চাপিয়ে দেওয়া ভাষাতেই সমস্ত পড়াশুনা করতে হয়েছে, আজও তাই করতে হচ্ছে। তারই মধ্যে সভ্যতার চাপে হারিয়ে যেতে থাকা তাঁর ভাষার একটা গোটা লিপি তৈরী করেছেন—'কড়া অলচিনা'—মহান কোরা সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার অস্ত্র। তার সাথে প্রথম কথোপকথনের সময় 'সভ্যতার অভ্যাসেই' তাঁর এই লিপি সম্পর্কে 'এটা কেন, ওটা কেন, সেটা কেন নয়'—দিয়ে জর্জরিত করি আমরা। কিন্তু কিছুক্ষনের মধ্যেই আমাদের যান্ত্রিক যুক্তি তাঁর বাস্তব জীবনসংগ্রামের সামনে পরাজিত হয়। মানুষের জীবন থেকে উঠে আসা ভাষা ও লিপির মধ্যের গভীর সম্পর্ক সেদিন আমরা অনুভব করি। সংস্কৃতির ধ্বজাধারী ও শিল্পবাজদের ভাষাপ্রেমের আনুষ্ঠানিকতার বিপরীতে এক শ্রমিকের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। নিজেদের গা-জোয়ারি সভ্যতার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা না করে আমরা তাই সিদ্ধান্ত নিই তাঁর লড়াইয়ের কথা সকলের সামনে তুলে ধরার, তাঁর ঐতিহ্যশালী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে পাশে দাঁড়াবার। তাঁর লেখাটি কোথাও কোথাও অসম্পূর্ণ 'বাংলা' বাক্য হলেও আমরা অবিকৃতই ছাপছি। শুধু ভাবাবেগ থেকে যে কথাগুলি বারবার বেরিয়ে এসেছে অপরিবর্তিত রূপে, সেখানে পত্রিকার বাধ্যবাধকতার জন্য '....' ব্যবহার করেছি।

আইন আদালতের সংস্কৃতিতে বেড়ে ওঠা আমরা প্রামাণ্য হিসাবে এই লিপির দু-একটি ছবিও ছাপলাম লেখার মাঝে। যদিও আমরা মনে করি, তাঁর ও তাঁর সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া আমাদের 'বাংলা' ভাষায় 'বাংলা' লিপিতে তাঁর লেখা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাক্যে জড়িয়ে থাকা আবেগের মাঝে এই ছবিগুলি-ই তাঁর অহঙ্কার, অন্যের ভাষার বাঁধনে নিজের ভাষার মুক্তি ঘোষনার প্রতীক। এই মুক্তিযুদ্ধের শরিক হতে অঙ্গীকারবদ্ধ 'জবলদখল'।]

আমি ঐ কড়া অলচিনা লিখেছি, কারণ নিজের ভাষা সমাজের সংস্কৃতির নাচ, গান একদিন এই সমাজের বুক থেকে মুছে যাবে চিরতরে। রবে না তার চিহ্ন মাত্র। আর জানতে পারবে না যে এই সমাজের বুকে 'কোরা' ভাষা বলে আদিবাসী ভাষা ছিল কিনা? আমি চেষ্টা করেছি যে আমার বা আমাদের আদিবাসী 'কোরা' সম্প্রদায়ের ভাষা যাতে লুপ্ত না হয়ে যায়। আমার নিজের সামনে নিজের মাতৃভাষা লুপ্ত হয়ে যাওয়া যে কতটা বেদনাদায়ক তা হয়তো ভাষাতে বোঝানো বা বোঝাতে পারব না। আমি আমার 'কোরা' অলচিনার মাধ্যমে চেষ্টা করে চলেছি যে আমার 'কোরা' মাতৃভাষাকে লুপ্ত হবার হাত থেকে রক্ষা করতে হবে। জানি না তা আমি কতটা সফল হবো। আমার দৃঢ় বিশ্বাস একদিন আমি সফল হবোই। আর সেই দিন হয়তো এই পৃথিবীর বুকে থাকবো কি থাকবো না, তা আমি জানিনা। যদি বেঁচে থাকি দেখে যাবো আমার প্রচেষ্টার ফল। আমি কোন পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তি নয়। আর মনে করো না যে আমি তোমাদের মাতৃ 'কোরা' ভাষা নিয়ে জ্ঞান দিচ্ছি। আসলে আমি একটি সাধারণ গরীব বাড়ীর ছেলে। খেটে আনলে সংসারে হাঁড়ি চড়ে, আমি গ্রামের ছেলে গ্রাম্য পরিবেশের আলো-বাতাস-মাঠ-ঘাটের সংস্পর্শে বড় হয়েছি। আর এই গ্রাম্য পরিবেশে গ্রামের ইস্কুলেতে বাংলার মাধ্যমে পড়াশুনা করেছি। এক সময় সংসারে অভাব পূরণ করতে গিয়ে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি। এই গ্রাম্য পরিবেশে বড় হয়ে আমি আমার মায়ের কাছে প্রথম যে ভাষা শিখেছিলাম তা নাকি প্রাচীন ঐতিহ্যপূর্ণ 'কোরা' মাতৃভাষা। তখন আমি জানতাম না যে... আমার মায়ের শেখানো 'কোরা' মাতৃভাষা এই সমাজের বুকে বিকল হয়ে লুপ্ত প্রায় হয়ে পড়বে বর্ণময় সমাজে।...

এই কারণে আমি আমার 'কোরা' অলচিনা লিখেছি। আমি চেষ্টা করে চলেছি যে আমার মাতৃভাষা লুপ্ত হয়ে না যায়। আর আদিবাসী ছেলে হয়ে নিজের 'কোরা' মাতৃভাষার রক্ষা বা মর্যাদা করা আমাদের সকলের কর্তব্য বা আমার বা আমাদের জন্মগত অধিকার আছে। আমি কোন ভাষাকে ছোট বা নিচু চোখে দেখি না। যে যার মাতৃভাষা সে তার নিজের কাছে মহান বা গর্বে মনে হয়। আমিও আমার আদিবাসী 'কোরা' মাতৃভাষাকে ঐতিহ্যপূর্ণ মহান বা প্রাচীনতম 'কোরা' মাতৃভাষা বলে মনে করি। তাই আমি একজন আদিবাসী হয়ে আমার 'কোরা' মাতৃভাষাকে লুপ্ত হতে দিতে পারিনা।

মনে করো যে একজন আদিবাসী ছেলে যখন কোন বাংলা বা হিন্দি বা ইংরেজী মাধ্যমে পড়াশুনা করতে গেল বা গেলাম। তখন আমি বা আমার জীবনে এক বড় সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিলাম। যেহেতু আমি একজন আদিবাসী ছেলে, না বাংলা, না হিন্দি না ইংরেজী ঠিক-ঠাক বলতে পারতাম না ঠিক-ঠাক লিখতে পড়তে পারতাম। এবং ঠিক-ঠাক বুঝতেও পারতাম না, এই নতুন ভাষা।

আমি আমার নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছি ছাত্র জীবনে—ক্লাসে

D:/Gita 2011/Jabas-Dakhal-5 Pm6.5 [2nd proof]

মাস্টারমশায় বারবার যে ভাষাতে পড়াতো বা বোঝাতো—আমার এই নতুন মাতৃভাষা শিখতে এবং বোঝা অসুবিধা হতো। কেন না আমি যে ভাষায় পড়াশুনা

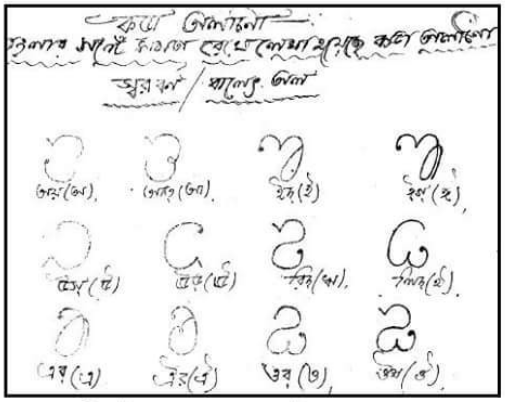

করতে এসেছি সেই মাতৃভাষা তো শুধুমাত্র ইস্কুলেতে পড়ানো হয়ে থাকে। আবার যখন নিজের বাড়িতে আসি তখন মায়ের শেখানো সেই 'কোরা' আদিবাসী মাতৃভাষায় আবার কথা বলতে থাকি। এই দুটি মাতৃভাষার একে অপরের থেকে আলাদা। এই দুটি মাতৃভাষা ভিন্ন হওয়া আমি সমস্যার মধ্যে পড়েছিলাম। কেননা ইস্কুলে এক ভাষায় পড়াশুনা করছি এবং বাড়িতে এসে আরেকরকম ভাষায় কথা বলছি। এই দুটি ভাষার মধ্যে নিজের মাতৃ 'কোরা' আদিবাসী ভাষাকে গুলিয়ে ফেলেছিলাম।

কেন না, যে ভাষায় আমি শিক্ষা নিতে চলেছি সেই বাংলা ভাষা বা হিন্দি ভাষা বা ইংরেজী ভাষা আমার বাড়ির মা-বাবা বুঝতে ও বলতে পারতো না। আর আমি যে ভাষায় পড়াশুনা করছি সেই মাতৃভাষা কতটা শিখেছি বা কতটা বলতে পারছি তা নিজেও বুঝতে পারতাম না। আমি যখন প্রথম বাংলাতে পড়াশুনা করতে শুরু করলাম, তখন না বাংলা বলতে পারতাম, না কেউ বাংলাতে কোন শব্দ বললে তার কোন অর্থ বোঝাতে পারতাম। তখন আমার কাছে এই বাংলা ভাষা ছিল অর্থহীন কোন এক শব্দ মাত্র। এরমানে এই নয় যে আমি বাংলা ভাষাকে ঘৃণা করি। আমি বাংলা ভাষাকে অনেক অনেক বেশি শ্রদ্ধা

D:/Gita 2011/Jabas-Dakhal-5 Pm6.5 [2nd proof]

করি। কেন না এই বাংলা ভাষার জন্যই আজ আমি আমার মনের ভাব প্রকাশ করতে পেরেছি। কেন না আমাদের 'কোরা' সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোন ভাষার বর্ণপরিচয় নেই।

আমি যে পরিবারে বড়ো হয়েছি সম্পূর্ণ সেই এক আলাদা জগৎ। কেনো না—আমরা সবাই জানি যে আদিবাসী মানে যে—তাদের নিজস্ব একটা আদিবাসী মাতৃভাষা থাকবে, সংস্কৃতি নাচ-গান ধামসার মাদলের মহুয়ার নেশায় গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন আদিবাসীরা সাধারণত কাটিয়ে থাকে। আর আমি সেই গোষ্ঠীবদ্ধ পরিবারের সেই ছেলে যখন অন্য কোন ভাষায় শিক্ষা নিতে যাচ্ছি তখন তার কারণ তার যুগের সমতা রাখার জন্য সে ভাষা শিক্ষা নেওয়া জরুরী হয়ে পড়েছে। আর সেই ভাষায় শিক্ষা নিতে গিয়ে আমি আমার নিজের ভাষা, পরিবার সংস্কৃতি-নাচ- গান, সংস্কৃতিপূর্ণ এই আদিবাসী সমাজের আচার-বিচার সব ভুলে যাচ্ছি, নতুনকে নিতে গিয়ে, কেনো-না, তার কাছে নতুন শিক্ষা বা ভাষা জীবনে আলো এনে দিতে পারে।

এই নতুন শিক্ষা নিতে গিয়ে সেই ছেলে নিজের সমাজের শিক্ষা সংস্কৃতি ভুলতে বসেছে এবং নিজেও এই আদিবাসী সমাজের কাছ থেকে দূর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে কেনো-না মানুষের কাছে সমাজে শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি হয়ে ওঠার জন্য যে ভাষার প্রাধান্য বেশি সেই ভাষাকে মানুষ সার্বিকভাবে গ্রহণ করে। ঠিক তেমনি এই প্রাচীন আদিবাসী 'কোরা' মাতৃভাষার জীবনে তেমন কোন রুজি-রোজগার নেই, যাকে অবলম্বন করে প্রতিযোগিতামূলক সমাজে নিজের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।...